Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.114-120
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নবদ্বীপের রাস উৎসবের ইতিহাস

ড. সঙ্গীতা সেন

Abstract:

Rasotsav is one of the best festivals in the traditional Nabadwip, the birthplace of Sri Chaitanya. This festival is observed in the full moon day of the month of Kartik. Rasotsav is celebrated all over India entered on Vaishnava ideology. But in the Rasotsav of Nabadwip, both Vaishnavism and Shakta deities are worshipped. From here, the festival of the new island is a little bit exceptional. The Rasotsab of Nabadwip started from the time of Sri Chaitanyadev. It is said that King Krishnachandra introduced Shaktaras to defeat the Vaishnava race. The idols of Rasotsab in Nabadwip are divided according to their characteristics, as follows-

1. Perfectly Shakta Puja
2. Vaishnavism-like energy
3. Shakta and Shaiva idols
4. Goddess of Mangalkavya
5. Goddess of two communities in the same organ
6. Completely Vaishnava deity
7. Complete Shaiva idol

This Rasotsab is one of the best and most joyous festivals for the people of Nabadwip. Throughout the year, they are eager full of hope for this festival. The festival ends with a carnival. Millions of people gather in Nabadwip town for this festival. Now a day, the pomp of this festival has taken the whole world by surprise.

Keywords: Idol, Rasotsab, Vaishnava community, Maharaja Krishnachandra, Raslila.

'কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ' মন্দির নগরী নবদ্বীপও তার ব্যতিক্রম নয়। চৈতন্যের জন্মভূমি এই নবদ্বীপ শহর বৈশাখের শুরু থেকে বছরের শেষ পর্যন্ত উৎসবমুখর থাকে। বৈশাখে 'চন্দনযাত্রা'[1], আষাঢ়ে 'রথযাত্রা', শ্রাবণে 'শিবপূজা', ভাদ্রে 'জন্মাষ্টমী', আশ্বিনে 'দূর্গাপূজা', কার্তিকে 'রাস', ফাল্গুনে 'দোলযাত্রা' ও চৈত্রমাসে 'চড়ক' – সারাবছরই কমবেশি উৎসবের আনন্দে মেতে থাকে নবদ্বীপ শহর। তবে সবকিছু ছাপিয়ে যে উৎসবটি নবদ্বীপে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত তা অবশ্যই নবদ্বীপের 'রাসযাত্রা'। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা কিন্তু নবদ্বীপবাসীর শ্রেষ্ট উৎসব 'রাসোৎসব'। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাসোৎসবকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয় নবদ্বীপ শহরে। উত্তর প্রদেশের মথুরা-বৃন্দাবন, ওড়িশা, আসাম, মনিপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে রাসোৎসব উৎযাপিত

হয় কিন্তু নবদ্বীপের রাস উৎসব একটু ব্যতিক্রমী। কারণ এখানে বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় ধর্মমতের দেবদেবীই পূজিত হন। যদিও ভারতের অন্যান্য স্থানে যে রাসোৎসব হয় তা হল বৈষ্ণবীয় রাস। বুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় যে, 'রাস' শব্দটি বৈষ্ণবীয় ভাবধারা পরিপুষ্ট।

'রাস' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'রস্' ধাতু থেকে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে – 'রসো বৈ সঃ। রসঃ হ্যেবায়ং লব্দ্ধানন্দী ভবতি।'[2] অর্থাৎ রসই আনন্দ। 'সঃ' (তিনি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) রস ছাড়া আর কিছু নন। রসস্বরূপকে পেয়েই জীব আনন্দিত বা আহ্লাদিত হন। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি বিজানীয়াৎ' হর্ষচরিতের টীকাকার শঙ্করের মতে রস হল এক ধরনের বৃত্তাকার নাচ যা আট, ষোলো, বত্রিশ জন মিলিত ভাবে উপস্থাপন করে। শ্রীধর স্বামীর মতে 'রসো নাম বহু নর্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ' – অর্থাৎ বহু নর্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষের নাম রাস। শ্রীমৎভাগবৎ ও অন্যান্য পুরাণ থেকে জানা যায়, পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণের দিন গোপিনীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পরবর্তী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি রাসলীলা করবেন। এই বৈষ্ণবীয় রাসলীলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হলে শ্রীকৃষ্ণের সাথে শ্রীরাধার সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অতীতে শুকদেবের মুখে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্মের রক্ষাকর্তা হয়েও পরস্ত্রীসংসর্গের ন্যায় এমন গর্হিতকর্ম কিভাবে করলেন? পরীক্ষিৎ-এর এ প্রশ্ন সাধারণ মানুষেরও প্রশ্ন- এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের অংশবিশেষ উল্লেখনীয় –

'রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান ।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ ।।
মৃগমদ তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভূ ভেদ ।।
রাধা কৃষ্ণের ঐছে সদা একই স্বরূপ ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ।।'[3]

অগ্নির সঙ্গে তাঁর দাহিকা শক্তির যে সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সাথে শ্রীরাধিকারও সেই সম্পর্ক। উভয় স্বরূপতঃ এক। কিন্তু একা তো আর রস আস্বাদন করা যায় না। সেইজন্য অখিল রসামৃত মূর্তি – শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়েও নিজের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী ঘনমূর্তি শ্রীরাধা ও ব্রজগোপিনীদের সাথে রসাস্বাদন করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল – সারা ভারতেই এই বৈষ্ণবীয় ভাবধারাকে কেন্দ্র করেই রাসোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নদীয়ার নবদ্বীপে শক্তিপূজার একাধিপত্য কেন ? বৈষ্ণবীয় রাস যে এখানে হয়না তা বলা ভুল তবে শাক্তরসের তুলনায় অনেকটাই কম। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের তিন চারশ বছর আগে ফিরে যেতে হবে।

কথিত আছে 'শ্রীচৈতন্যদেবের সময় থেকে নবদ্বীপের রাস উৎসবের সূচনা হয়। চৈতন্য পূর্ববর্তী সময়ে নবদ্বীপে তন্ত্রসাধনার প্রচলন ছিল। রাজা বল্লাল সেন থেকে কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যেকেই তন্ত্রসাধনা করতেন। কিন্তু তান্ত্রিক কাপালিকদের নরমুণ্ড ও শবসাধনা সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। শ্রীচৈতন্যের সময়ে এই তান্ত্রিকরা কিছুটা অবদমিত হলেও পরবর্তী সময়ে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ ত্যাগের পর এখানকার তন্ত্রসাধকদের ব্যাভিচার পুনরায় তীব্র হতে শুরু করে। তখন নবদ্বীপে কোন বৈষ্ণব মন্দিরও ছিল না, যারা এই তন্ত্রসাধকদের দমিয়ে রাখতে পারে।'[4] ফলে শক্তিসাধনার এই ধারা বহুকাল ধরেই চলে এসেছে। আবার এমন জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, 'বৈষ্ণবীয় রাসকে পর্যুদস্ত করার জন্য শাক্তরাসের প্রবর্তন

করেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।'[5] রাজবংশের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় লিখেছেন – 'রাজারা শাক্ত, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, ইহারা পুরাণোক্ত বিভিন্ন অবতারের ধাতু প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কালী ও কৃষ্ণ উভয়ের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি ছিল । ইহারা কেবল চৈতন্য উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ করিলেন।'[6] রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজেও সাধক ছিলেন এবং তিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের শুদ্ধাচার পদ্ধতিতে কালী আরাধনা করতেন । তাঁর সময়ে তাঁর রাজ্যে দশ হাজার কালীপূজা হত।[7] যেহেতু নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত পণ্ডিতরাই কৃষ্ণনগরের রাজবংশের বৃত্তিভোগী ছিলেন তাই তাঁর রাজত্বকালে নবদ্বীপেও কালীপূজার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ।[8] তাছাড়াও নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা সারা বাংলায় বিভিন্ন স্থানে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা করতেন। এই সময়ে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকেও স্বচ্ছল থাকলেও নিজেদের বাড়িতে পূজোর সময় পেতেন না। ফলতঃ পরের শুভতিথি কার্তিকী পূর্ণিমাতে তাঁরা নিজ নিজ গৃহে নিজ নিজ ইষ্টদেবীর পূজা শুরু করেন। প্রথমে এই পূজা হত পটে । তখন এর নাম ছিল 'পটপূর্ণিমা'।[9] এইভাবে শাক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পারিবারিক গৃহপূজাকে কেন্দ্র করে বহু জনসমাগম হত এবং সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে তা উৎসবের রূপ নেয়। নবদ্বীপের শাক্তরাস উৎসব সূচনা এভাবেই হয়েছিল। স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই পূজাগুলিতে উৎসাহ দান করতেন। এমনকি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশ জারি করেছিলেন যে, তাঁর রাজ্যে সকল প্রজাকে কালীপূজা করতে হবে। রাজা নিজে গুপ্তচর নিয়োগ করে এই সকল বিষয়ের খোঁজখবর রাখতেন। নবদ্বীপে এই শাক্তরাসের উৎসাহ প্রদানের জন্য তিনি পোড়ামাতলায় উপস্থিত থাকতেন। সমস্ত প্রতিমাকে নিরঞ্জনের আগে পোড়ামাতলায় নিয়ে আসা হত । তিনি প্রতিমার সাজসজ্জা, গঠন নৈপুণ্য প্রভৃতি বিচার করে শ্রেষ্ট প্রতিমাগুলিকে পুরস্কৃত করতেন।[10] তবে প্রথমদিকে এই প্রতিমাগুলি ছিল আকারে ছোটো এবং তা কাঁধে করেই নিয়ে আসা হত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রাজা গিরিশচন্দ্রের সময়ে (১৮০২-১৮৪১ খ্রীঃ) তাঁর নবদ্বীপের নায়েব হরগোবিন্দ প্রামাণিক চৈত্রমাসে ৩৯ ফুট উঁচু 'হটহটিকা' পূজা করেন। 'হটহটিকা' ছিল 'বাসন্তী' মূর্তি। তার পরের বছর থেকেই সমস্ত প্রতিমার উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজা গিরিশচন্দ্রও প্রতিমার গঠন ও নৈপুণ্য আনুযায়ী পারিতোষিক প্রদান করতেন । কিন্তু রাজা গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে রাজবংশের পারিতোষিক প্রদান ও শোভাযাত্রা বন্ধ হয়। এদিকে প্রতিমার উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আর কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুঃসহ হয়েছিল। পরবর্তীকালে সমস্যা সমাধানের জন্য গোরুর গাড়ির চাকা এনে বাস বানিয়ে চারচাকা ঠেলা গাড়ি তৈরী করা হয় এবং বিশাল বিশাল প্রতিমা ঐ ঠেলাগাড়ির উপর তুলে ঠেলে ঠেলে আড়ং-এ বের করা হত। কিন্তু বিশাল বিশাল এই প্রতিমা গাড়িতে তোলা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। ধীরে ধীরে এই ধারারও পরিবর্তন আসে। বর্তমানে লোহার গাড়িতে করে এই বিশালাকার প্রতিমাগুলির আড়ং ও নিরঞ্জন হয়। প্রতিমার এই গাড়িগুলিও দর্শনার্থীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। বর্তমানে বেশীরভাগ প্রতিমাই শুরু থেকে এই গাড়িগুলির উপর বসিয়েই তৈরী করা হয়। সকল বারোয়ারির নিজস্ব লোহার গাড়ি আছে। আড়ং-এর সময় যাতে সকল দর্শনার্থী প্রতিমা দর্শন করেত পারে সেজন্য গাড়ির মধ্যে বলবেয়ারিং লাগানো থাকে। যার দ্বারা প্রতিমাগুলিকে ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানো সম্ভব হয়। প্রতিমাগুলির উচ্চতা বেশী হওয়ায় প্রায় সকল প্রতিমারই বারোয়ারি মণ্ডপে তৈরী করা হয়। পালবাড়ি থেকে প্রতিমা আনয়ন করে পূজা করার প্রক্রিয়া নবদ্বীপে প্রায় নেই বললেই চলে।

এতো গেল নবদ্বীপের শাক্তরাসের সূচনা ও ক্রমবিকাশ। এখন নবদ্বীপের উল্লেখযোগ্য কিছু প্রাচীন ও প্রতিমার আলোচনায় আসা যাক –

১. পুরোপুরি শাক্ত পূজা:

শাক্তপূজাগুলির মধ্যে অন্যতম হল এ্যালানিয়া কালী মাতা পূজা। ১৭২৮ খ্রীঃ শক্তি উপাসক ভৃগুরাম এই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিমা আজও নবদ্বীপ দেয়াড়াপাড়ায় পূজিত হয়। নবদ্বীপে রাসে যত প্রতিমা পূজিত হয় এটি তার মধ্যে সর্বাধিক প্রচীন।[11] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভৃগুরামের এই পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ১২০০ একর জমি দান করেন । পূর্বে এখানে ছাগবলি হত। মহাপ্রভুর ৫০০ বছর আবির্ভাব উৎসবের সময় থেকে ছাগবলি বন্ধ হয়।

i) বড় শ্যামা মাতা: নবদ্বীপের অপর একটি প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজা হল বড় শ্যামা মাতা। ভৃগুরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র তেঘরীপাড়ায়[1 2] রড় শ্যামা মাতা প্রতিষ্ঠা করেন। ভৃগুরাম নিজে বড় শ্যামা মাতার পূজা না করলেও তাঁর নামে সংকল্প করা হয়। প্রথা অনুসারে এটি 'ভড়' সম্প্রদায়ের পূজা।

ii) মেজো শ্যামা মাতা: এটি মৎসজীবি সম্প্রদায়ের পূজা ছিল। বর্তমানে এটি বারোয়ারি পূজা। এখানে তান্ত্রিকমতে পূজা হয়। প্রতিমাটি প্রায় ২২৫ বছরের প্রাচীন।

iii) সেজো শ্যামা মাতা: পূর্বে কৃষ্ণনগরের রাজরারি থেকে পূজা আসত, বর্তমানে আর আসেনা। তেঘরীপাড়া অঞ্চলে মাতার নিজস্ব বেদী রয়েছে । এটিও প্রায় ২২০ বছরের প্রাচীন।

iv) ছোটো শ্যামা মাতা: প্রায় ১০০ বছরের প্রাচীন প্রতিমা। তেঘরীপাড়া অঞ্চলে পূজার নিজস্ব স্থান আছে । পূর্বে বড়, মেজ, সেজ ও ছোটো শ্যামা একসাথে শোভাযাত্রায় বের হত। বর্তমানে তা আর হয় না।

V) শবশিবা মাতা: প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন পূজা। ব্যাদরাপাড়ায় নিজস্ব জায়গায় মাতা পূজিত হন। রাজা গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই পূজায় উপস্থিত থাকতেন। এটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পূজা ছিল। পূর্বে কৃষ্ণনগরের মহারাজার নামে সংকল্পিত হত। এখন নবদ্বীপবাসীর নামে সংকল্পীকৃত হয়।

vi) শ্রী শ্রী রণকালী মাতা: 'মালো' সম্প্রদায়ের পূজা ছিল। প্রায় ১০০ বছরের প্রাচীন এই প্রতিমা। দেবী নীল বর্ণের, নীচে বামহস্তে শবমুণ্ড বিদ্ধ ত্রিশুল, দুপাশে ডাকিনী যোগিনী, কাঁধে শবমুণ্ড। তান্ত্রিক মতে পূজা হয়। বিশালাকর প্রতিমাটি আড়ং-এর আগে গাড়িতে তোলা হয়। এখনও বলিদান প্রথা প্রচলিত আছে এখানে।

২. বৈষ্ণব ভাবাপন্ন শক্তিমূর্তি:

i) চারিচারাপাড়া ভদ্রকালী মাতা: প্রায় ২৭০ বছরের প্রাচীন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই পূজার পৃষ্টপোষক ছিলেন। মহীরাবণ বধের পর হনুমান দেবীকে মস্তকে ও রাম লক্ষণকে স্কন্ধে নিয়ে পাতাল থেকে প্রস্থান করেছিলেন - রামায়ণে এই গল্পের অবতারণা না থাকলেও নবদ্বীপে রাসে এই দৃশ্য দেখা যায়। পূর্বে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে পূজা আসত । বর্তমানে আর আসে না।

ii) হরিসভা পাড়া ভদ্রকালী মাতা: প্রায় ২৩০ বছরের প্রাচীন। 'ভাদুরী' সম্প্রদায়ের পূজা ছিল। পরে তা বারোয়াড়ি হিসাবে পূজা হয়। দুই ভদ্রকালীর মাতার একই মূর্তি । বিভিন্ন নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র সহকারে প্রতিমাটির সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বার হয়। পূজার নিজস্ব স্থান আছে।

iii) জোড়া বাঘ গৌরাঙ্গিনী মাতা পূজা: প্রায় ১৮০ বছরের প্রাচীন। সুপ্রীমকোর্টের চতুর্থ প্রধান বিচারপতি বিজন মুখার্জী এই পূজার সাথে যুক্ত ছিলেন। এখানে দেবী দুটি সিংহের উপর দণ্ডায়মান ও অষ্টভূজা। প্রতিমাটি এখনও বেয়ারার কাঁধে করে শোভা যাত্রায় বার করা হয়। শোভাযাত্রাটি বেশ দর্শনীয়। প্রতিমার শোভাযাত্রায় অসংখ্য দর্শনার্থী অংশগ্রহণ করে।

iv) শ্রী শ্রী গঙ্গামাতা (ষষ্ঠীতলা) পূজা: প্রায় ৪০ বছরের প্রাচীন। বারোয়ারির নিজস্ব জায়গা আছে। বহরমপুর থেকে মৃৎশিল্পী এনে প্রতিমা গড়ানো হয়। প্রতিমাটির শাড়ি থেকে সাজসজ্জা সমস্তই মাটি দিয়ে নির্মিত হয়। শিল্পীর শৈল্পিক দক্ষতায় মাটির সাজ আসল সাজকেও হার মানায়।

৩. শাক্ত ও শৈবমূর্তি –

i) সতীর দেহ ত্যাগ: প্রায় ৬০ বছরের প্রাচীন। রাণীরচড়া অঞ্চলের পূজা। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করলে মহাদেব তাঁর দেহকে কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছেন। নারায়ণ সুদর্শন চক্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ii) গনেশ জননী মাতা: তেঘরীপাড়ার নিকটে ভরপাড়ায় পূজাটি হয়। প্রায় ১০০ বছরের প্রাচীন। শিব, পার্বতী, গনেশ, কার্তিক, সিংহ ও ষাঁড় আছে। রাসে যে গনেশজননী পূজা হয় তাতে পৌরাণিক কাহিনীর পরিবর্তে গার্হস্থ কাহিনীর চিত্র ফুটে উঠে।

৪. মঙ্গল কাব্যের দেবদেবী:

i) বেহুলা লখীন্দর ও মনসা: প্রায় ৪০ বছরের প্রাচীন। মালো পাড়ায় পূজিত হয় এই দেবী। কলার ভেলায় মৃত পতি লখীন্দর পাশে করজোড়ে উপবিষ্টা বেহুলা। পৃথকভাবে বিচিত্র সর্পে সুসজ্জিতা চতুর্ভুজা মনসা। তবে এখানে শুধুমাত্র মনসারই পূজা হয়।

৫. একই অঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের দেবদেবী –

i) শ্রী শ্রী হরগৌরী মাতা: প্রায় ৫০ বছরের প্রাচীন। তিলিপাড়ায় এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পার্বতী ও পরমেশ্বর এখানে এক ও অভিন্ন প্রতিমাটিতে শৈব ও শাক্ত ধর্মের মিলন দেখা যায়।

ii) শ্রী শ্রী হরিহর মিলন: প্রায় ৮০ বছরের প্রাচীন পূজা। একই অঙ্গে বৈষ্ণব ও শৈব মূর্তি দেখা যায়। যিনি হরি তিনিই হর – 'হরিহর' এক আত্মা, এই বোধ জাগানোই শিল্পীর মূল উদ্দেশ্য। প্রতিমাটি ওরিয়েণ্টাল শৈলীতে হয়।

iii) শ্রী শ্রী কৃষ্ণকালী মাতা: ফাঁসীতলায় এই মাতা প্রায় ১০০ বছরের বেশী সময় ধরে পূজিত হন। কৃষ্ণকালীর উর্দ্ধাংশ কালীর ন্যায় কিন্তু নিম্নাংশ কৃষ্ণের ন্যায়, বৈষ্ণব ও শাক্ত দেবতার অপূর্ব সমন্বয় মূর্তি এই কৃষ্ণকালী প্রতিমা। কথিত আছে, এর বিধান বৃন্দাবন থেকে আনীত হয়েছিল।

৬. সম্পূর্ণ বৈষ্ণবীয় দেবদেবী –

i) ভক্তের ভগবান্: ৪০ বছরের প্রাচীন এই পূজা বাগারিয়া পাড়াতে ভক্তের ভগবান্ মূর্তির পূজা হয়। সুদর্শন চক্রধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ এখানে উপস্থিত। সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে পূজিত হয়।

ii) শ্রী রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন: প্রায় ৫০ বছরের প্রাচীন পূজা। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন মূর্ত্তিটি একমাত্র দেওয়াপাড়া বাইলেন-এ পূজিত হয়। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে এই প্রতিমার নির্মাণ হয়।

iii) অনন্ত শয্যা মূর্তি পূজা: নবদ্বীপের রাস উৎসবে একটিমাত্র অনন্তশয্যা মূর্তি পূজিত হয়। মূর্তিটির মূল বিষয়বস্তু হল– ভগবান শ্রীহরি অনন্ত শয্যায় শায়িত। সমুদ্র সম্ভূতা নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মী নারায়ণের পাদসেবায় রত। নারায়ণের নাভিকমল থেকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্ম হল।

iv) শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পূজা: অপর একটি উল্লেখযোগ্য পূজা হল শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পূজা। এই পূজার প্রতিষ্ঠাকাল প্রায় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।[13] বাসুদেব কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে নন্দলোকে যাচ্ছেন, তখন পিছন থেকেই বাসুকী নাগ তাঁদের মাথায় ফণা বিস্তার করে বৃষ্টি থেকে তাঁদের রক্ষা করেছেন।

v) শ্রী শ্রী যুগল মিলন: নবদ্বীপে বেশ কয়েকটি যুগল মিলন প্রতিমা পূজিত হয়। রাধা কৃষ্ণের মিলনই হল যুগল মিলন। ইদিলপুরে যে যুগল মিলন প্রতিমা পূজিত হয় সেটি সবচেয়ে প্রাচীন। প্রায় ৭০ বছর ধরে এখানে যুগল মিলন পূজা হয়ে থাকে।

vi) শ্রী শ্রী রাধাবৃষ্ণের চক্ররাস: বৈষ্ণবীয় রাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম রাস হল শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের চক্র রাস। নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পৌত্র শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে চক্ররাসের প্রবর্তন করেন। পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তাঁর চতুষ্পাঠীস্থিত স্থানে হরিসভা মন্দির নির্মাণ করে 'নাটুয়া' গৌড়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই হরিসভা নাটমন্দিরে আজও আনুভূমিক তলে ঘুর্ণায়মান চাকার কেন্দ্রস্থলে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আর তাঁর চক্রের পরিধিতে নৃত্যরতা এক এক গোপীর মাঝে এক একটি কৃষ্ণ রেখে চক্রটি ঘোরানো হয় - ইহাই 'চক্ররাস'। শ্রীমৎভাগবতে আছে - 'অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের কণ্ঠ ধারণ করল। সেই সময় প্রত্যেক গোপী মনে করলেন শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাঁর নিকটই আছেন।'[14] ইহাই চক্রে রাসের তাৎপর্য। তাছাড়া ধ্রুবনারায়ণ, রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন, রামভক্ত হনুমান, শ্রী রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় দেবদেবীও পূজিত হয়।

৭. সম্পূর্ণ শৈবমুর্তি -

i) শ্রী শ্রী নটরাজ বন্দনা: ভগবান্ শিবের নৃত্যরতমূর্তিকে পূজা করা হয়। নবদ্বীপে চারটি নটরাজ পূজা হয়। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল সরকারপাড়ার নটরাজ বন্দনা। প্রায় ৪০ বছরের প্রাচীন এই পূজা। পূজার মণ্ডপসজ্জা সবার নজর কাড়ে। বহু বছর ধরেই রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে এখানে একটি রাস মেলা বসে, যা প্রায় সাতদিন ধরে চলে।

এছারাও বেশকিছু দেবদেবী নবদ্বীপের রাসে পূজিত হয় যার উল্লেখ আমরা কোনো প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ পাই না। এই প্রতিমাগুলির মূর্তি সম্পূর্ণ স্বকল্পিত, যেমন ভারতমাতা। নবদ্বীপে বেশ কয়েকটি ভারতমাতা পূজিত হন। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের পর থেকে লক্ষণীয়ভাবে ভারতমাতা পূজা বৃদ্ধি পায়। অপর একটি পূজা দেবীগোষ্টমাতা। প্রায় ৮০ বছরের প্রাচীন এই প্রতিমায় দুর্গা কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে ননী খাওচ্ছেন। এছাড়াও রয়েছে বেনেপাড়ার বিশ্বজননী পূজা, যেখানে সরস্বতী ও শিবানীর মিলিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

এভাবে শাক্ত বৈষ্ণব, শৈব থেকে শুরু করে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল পৌরাণিক নানা কাহিনীকে কেন্দ্র করে প্রতিমা গড়ে উঠে নবদ্বীপের রাসে সময়ের সাথে সাথে রাস উৎসবেরও বদল ঘটেছে। পূজামণ্ডপ, আলোকসজ্জা থেকে বাদ্যযন্ত্র সমস্ত কিছুতেই লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বর্তমানে নবদ্বীপ শহরে প্রায় ৩০০-এর বেশী প্রতিমা পূজিত হয়। প্রায় সমস্ত প্রতিমাই আড়ং-এর দিন নবদ্বীপের রাজপথে দর্শনার্থীদের দর্শনের জন্য নিয়ে আসা হয়। লোহার গাড়ি করে বাদ্যযন্ত্র সহকারে নবদ্বীপ শহরে পরিক্রমা করে প্রতিমাগুলি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনুপ্রেরণায় আড়ং এর পরে নবদ্বীপে 'রাস কার্নিভাল' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কার্নিভালকে কেন্দ্র করে জনগণের উৎসাহ তুঙ্গে।

বাছাই করা ২০/২২ টি প্রতিমাকে নিয়ে রাস কার্ণিভাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রদেশের নৃত্য, ট্যাবলো, বাদ্যযন্ত্র, আলোকসজ্জা সহকারে এই প্রতিমাগুলি শহরের রাস্তায় পরিক্রমা করছে। কার্ণিভালের শ্রেষ্ট প্রতিমাগুলিকে নবদ্বীপ পৌরসভার তরফ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। কার্নিভালের পরের দিন সকালে শূন্য পূজামণ্ডব গুলির সন্মুখে যখন বাদ্যযন্ত্রীরা সানাই এর করুণ রাগিনী পরিবেশন করতে থাকেন তখন আপনা হতেই পল্লীবাসীর চোখে জল এসে যায়। পরের বছর রাসের দিনের আশায় চোখ মুছে বুক বাঁধে তাঁরা।

সূত্র নির্দেশ –

1. ‘চন্দন মাখিয়ে বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হত গঙ্গার ঘাটে, সেখানে নৌকার মধ্যে সারারাত্রি চলত কীর্তনের আসর’, (মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত, দেজ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৪৩) ।
2. স্বামী জুষ্টানন্দ (সম্পা.), তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪, ২/৭/২, পৃষ্ঠা-১৩৬।
3. সুকুমার সেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯, আদি ৩৮৩/৩৮৫।
4. আনন্দ মোহন মণ্ডল, নদীয়া সংস্কৃতির সন্ধান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসহ, ২০১৮, পৃষ্ঠা-৩০১-৩০২।
5. সুধীর চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব, পৃষ্ঠা-১০৭।
6. দেওয়ান কার্তিক চন্দ্র রায়, ক্ষিতিশ বংশাবলীচরিত , অমর ভারতী প্রকাশন, ১৯৯০।
7. শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-৭৫।
8. আনন্দমোহন মণ্ডল, নদীয়া সংস্কৃতির সন্ধান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৮, পৃঃ-৩০২।
9. গিরিশ চন্দ্র বসু, সেকালের দারোগা কাহিনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫।
10. নদীয়া সংস্কৃতির সন্ধান, পৃষ্ঠা-৩০৩।
11. রাসস্মরণিকা, নবদ্বীপ প্রেস ক্লাব, পৃষ্ঠা-১৩।
12. ভৃগুরামের তিন পুত্রের তিনদিকে (উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম) স্থিত তিনঘর থেকেই তেঘরীপাড়া নামকরণ হয়েছে। বংশীধর মোদক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও নবদ্বীপের রাসোৎসব, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৭৩।
13. বংশীধর মোদক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও নবদ্বীপের রাস উৎসব, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃষ্ঠা, ২০৩।
14. ‘রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।।’ ভাগবৎ ১০/৩৩/৩ (ডঃ বংশীধর মোদক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও নবদ্বীপের রাস উৎসব, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-২০৬) ।